কলিকাতা হাইকোর্ট

সিভিল এক্তিয়ার (আপিল বিভাগ)

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্য ... আবেদনকারীদের জন্য

-বনাম

সৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রতিবাদীর জন্য

২০২২ সালের MAT ১৪৭৩ সঙ্গে ২০২২ সালের CAN ১
সংরক্ষিত তারিখ: ০৩. ১১. ২০২২
২০২২ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে আদেশ প্রদত্ত হবে

শ্রী অনিন্দ্য মিত্র, সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রী ডি সেন, মিঃ এস চ্যাটার্জী, শ্রীমতী সুচিস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, মিঃ মলয় কে. সিল, অ্যাডভোকেট

শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, শ্রী সুদীপ্ত কুমার দাস, শ্রী সুবীর ব্যানার্জী, অ্যাডভোকেট ১ থেকে ৩ নম্বর

কোরাম: মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব, মাননীয় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ,

প্রকাশ শ্রীবাস্তব, প্রধান বিচারপতিঃ মহামান্য একক বিচারপতির ২৯শে আগস্ট, ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ নং ১৮৪৯৪-এর আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশনের ১ থেকে ৩ প্রতিবাদীগন এর তরফে এই আন্তঃআদালত আপিল করা হয়েছে।

২. বিবাদী নং ১ থেকে ৩ শালবনিতে অবস্থিত ১ নং আবেদনকারীর প্ল্যান্ট হসপিটালের হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্টের জন্য তাদের আগে চুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই দাবী সহ রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন।মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০২২ সালের ২৬শে এপ্রিল ১ নম্বর আবেদনকারী নতুন দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করেন।১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদি এতে অংশ নেন এবং নির্ধারিত ফর্মে দরপত্র জমা দেন।১ নাম্বার থেকে ৩ নাম্বার বিবাদির বক্তব্য অনুসারে ২০২২ সালের ২৭শে মে বিড খোলা হয়েছিল। এরপর, ২০২২ সালের ১লা আগস্ট বা কাছাকাছি সময়ে তারা জানতে পারেন যে তাদের কারিগরি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে।তদন্তের পর ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদি কে জানানো হয় যে, ২০২২ সালের ১৬ই জুন ই-মেল মারফৎ এই চিঠিটি পাঠিয়ে আরও কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিল ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদির মতে, উক্ত যোগাযোগ কোনওভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।১ থেকে ৩ নম্বর প্রতিবাদী পক্ষের আরও অভিযোগ ছিল যে, ২০২২-এর ৩ আগস্টের চিঠিতে নথি জমা দেওয়ার জন্য একদিনের সময় চেয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং এ ধরনের সমস্ত নথি ২০২২-এর ৩ আগস্ট জমা দেওয়া হয়েছিল।এই বাস্তব পটভূমিতে, ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদি প্রযুক্তিগত দরপত্র প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রতিবাদীদের আর্থিক দরপত্র বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

৩. আপিল আদেশের মাধ্যমে মহামান্য একক বিচারক এই বলে রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছেন যে আবেদনকারীরা টেন্ডার ডকুমেন্টে নির্ধারিত পরিষেবা পদ্ধতি মেনে চলেনি এবং এই ক্ষেত্রে মহামান্য একক বিচারক দরপত্র নথির ২৭ ধারার উপর নির্ভর করেছেন।

৪. প্রতিবাদীর জন্য মাননীয় কৌঁসুলির উপস্থাপনায় বলা হয়েছে যে, ১৯ নম্বর দফা অনুযায়ী ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাই মহামান্য একক বিচারক ভুল করে দরপত্র নথির ২৭ ধারার উপর নির্ভর করেছেন।আবেদনকারীর কৌঁসুলি বলেছেন যে যেহেতু এটি একটি প্রাক-যোগ্যতা পর্যায় ছিল, তাই ১৯ নং ধারাটি পরিগনিত হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদীকে নথি দাখিল করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যা তারা সময়ের মধ্যে ব্যবহার করেনি এবং এটি কোনও ছোটখাটো দুর্বলতার ঘটনা নয়।এটি আরও বলা হয় যে, আবেদনকারীদের বিরোধীতার হলফনামা জমা দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই মহামান্য একক বিচারক শুনানির প্রথম দিনেই রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছেন এবং সেই রিট পিটিশনটি নিলামকারী দাখিল করেননি।

৫. বিপরীতভাবে, ১ থেকে ৩ নং বিবাদীর জন্য মাননীয় কৌঁসুলি তার বক্তব্য এ বলেন যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে ধারা ২৭ পরিগণিত হয় যা ছোটখাটো ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত এবং ২৭ নং দফা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিশ হাতে হাতে জারি করা হয় নি।তিনি আরও জানান, ২০২২ সালের ৩রা আগস্ট প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা নাকচ করে দেওয়া হয়।

৬. আমরা পক্ষগুলির কৌঁসুলিদের বক্তব্য শুনেছি এবং নথিটি পর্যালোচনা করেছি।

৭. চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত এবং এই আদালত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আদালত হিসাবে পরিগণিত হবে না।শিল্পী কনস্ট্রাকশনস কন্ট্রাক্টরস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য একটি মামলায় (২০২০) ১৬ এসসিসি ৪৮৯-এ জানানো হয়েছে যেঃ

“১৯. এই আদালত মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসাবে যখন স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিকতা, অসৎ উদ্দেশ্য এবং পক্ষপাত থাকে তখন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য।তবে, এই আদালত উপরোক্ত সমস্ত সিদ্ধান্তে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যে আদালতগুলিকে চুক্তিভিত্তিক বা বাণিজ্যিক বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় প্রচুর সংযম অবলম্বন করতে হবে।

এই আদালত সাধারণত চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা বোধ করে যতক্ষণ না ইচ্ছাকৃত বা অসৎ উদ্দেশ্য বা পক্ষপাত বা অযৌক্তিকতার স্পষ্ট মামলা তৈরি হয়।আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আজ অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারি শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।বেসরকারী পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি রিট এক্তিয়ারের অধীনে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে হয় না।কোনো সন্দেহ নেই যে, সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায়

যে সংস্থাগুলি রয়েছে, তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বাধ্য এবং সংস্থাগুলি ঊর্ধ্বতন আদালতগুলির রিট এক্তিয়ারের পরিপন্থী কিন্তু এই ক্ষমতা সংযমএর সাথে প্রয়োগ করা উচিত !আদালতগুলিকে তাদের সীমাবদ্ধতা এবং বাণিজ্যিক বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপের ফলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে, তা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলির সাথে জড়িত চুক্তিগুলিতে আদালতগুলির আরও অনিচ্ছুক হওয়া উচিত কারণ বিচারকদের পোশাকে আমাদের বেশিরভাগেরই প্রযুক্তিগত বিষয়গুলির বিচার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। উপরোক্ত রায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, টেন্ডারগুলি স্ক্যান করার সময় আদালতগুলির ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করা উচিত নয় এবং প্রতিটি ছোট ভুলকে একটি বড় ভুল বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আদালতগুলিকে চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে যৌথভাবে ন্যায্য ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে।এই ধরনের হস্তক্ষেপের ফলে সরকারি কোষাগারের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হলে আদালতগুলিকেও তাতে হস্তক্ষেপ করতে হবে না।

২০. উপরোক্ত রায়ে উল্লেখিত আইনের সারমর্ম হ 'ল সংযম এবং সতর্কতা অবলম্বন করা – রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সাথে জড়িত চুক্তির বিষয়ে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা।(ক) আদালতের উচিত হবে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা, যদি না সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বা আপ্রাসঙ্গিক না হয়,; আদালত যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপীল আদালতের মত বসে না.আদালতকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, টেন্ডার প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সর্বোত্তম বিচারক এবং তাই আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম হওয়া উচিত।যে কর্তৃপক্ষ চুক্তি বা দরপত্র তৈরি করে এবং টেন্ডার ডকুমেন্টগুলি রচনা করে, তারাই সেরা বিচারক যে কিভাবে নথিগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে।

যদি দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, তাহলে লেখকের ব্যাখ্যাটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।আদালত কেবল স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিকতা, পক্ষপাত, অসৎ উদ্দেশ্য বা বিকৃতি প্রতিরোধে হস্তক্ষেপ করবে।এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে আমরা বর্তমান মামলাটি মোকাবিলা করব।

৮. সুতরাং, টেন্ডার কর্তৃপক্ষের প্রতিটি ছোট ভুল সর্বদা হস্তক্ষেপের জন্য ভিত্তি সরবরাহ করে না।টেন্ডার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. উপরোক্ত বিচার বিভাগীয় ঘোষণার আলোকে বর্তমান মামলাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আবেদনকারী এই বিষয়ে ১৯ নং ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, যেখানে বিবাদী/রিট আবেদনকারীদের কৌঁসুলি ২৭ নং ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।তাই দরপত্র সংক্রান্ত নথির প্রাসঙ্গিক ধারাটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।বিড ডকুমেন্টের ৬ নম্বর ধারায় টেন্ডারারকে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ বিড জমা দিতে হবে।

টেন্ডার ডকুমেন্টে যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে, সেগুলি যথাযথভাবে সিল করা এবং স্বাক্ষরিত টেন্ডার যাতে শেষ হওয়ার তারিখ বা সময়ের আগে উল্লিখিত ঠিকানায় টেন্ডার বক্সে ফেলে দেওয়া হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় টেন্ডার বিলম্বিত এবং বাতিল হিসাবে বিবেচিত হবে।"

১০. ১৯ নম্বর ধারায় অসম্পূর্ণ নথির ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যএবংর মাপকাঠি পূরণ করার জন্য একটি সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

"১৯. প্রকৃত নথিপত্র যথাসময়ে জমা দেওয়া দরদাতার প্রধান দায়িত্ব।নিলাম সংক্রান্ত অসম্পূর্ণ নথি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা মানদণ্ড পূরণের সমর্থনে সম্পূর্ণ এবং দ্ব্যর্থহীন নথি সরবরাহের জন্য দরপত্র খোলার পর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা সহ কেবলমাত্র একটি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

নিলামকারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও নথি জমা দিতে ব্যর্থ হন বা অসম্পূর্ণ নথি জমা দেন, তা হলে দরদাতার দরপত্র বাতিল করা হবে।"

১১. টেন্ডারের কাছে সাধারণ নির্দেশাবলী (জিআইটি) সম্পর্কিত দরপত্র নথির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এবং 'এফ স্ক্রুটিনি অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ টেন্ডার্স' উপ-শিরোনামের অধীনে এবং সামান্য দুর্বলতার সাথে সম্পর্কিত ২৭ নং ধারা নিম্নরূপ:

২৭. গৌণ দুর্বলতা/অনিয়ম/অসাদৃশতা প্রাথমিক পরীক্ষার সময় যদি বি. আর. বি. এন. এম. পি. এল. টেন্ডারে কোনো ছোটখাটো দুর্বলতা এবং/অথবা অনিয়ম এবং অসাদৃশতা খুঁজে পায়, তা হলে বি. আর. বি. এন. এম. পি. এল. টেন্ডার বাতিল করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, এতে টেন্ডারদারদের ব্যাঙ্কিং অর্ডারে কোন বিচ্যুতি বা আর্থিক প্রভাব পড়বে না।প্রয়োজনে বিআরবিএনএমপিএল নিবন্ধিত/স্পিড পোস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে টেন্ডারারকে 'ছোটখাটো' বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ জানাবে এবং নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টেন্ডারারকে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বলবে।টেন্ডার প্রদানকারী যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উত্তর না দেন অথবা নির্দিষ্ট বিষয় স্পষ্ট না করে এড়ানোর মতো উত্তর দেন, তা হলে সেই টেন্ডার উপেক্ষা করা হবে।

১২. বর্তমান ক্ষেত্রে দরপত্রের প্রাথমিক মূল্যায়নে বেশ কিছু নথি এবং তথ্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।তাই, প্রতিবাদী ২০২২ সালের ১৬ই জুন ই-মেল পাঠিয়েছিলেন যা নিম্নরূপ

বিষয় -মেদিনীপুরে প্ল্যান্ট হসপিটাল, বিআরবিএনএমপিএল শালবনি-তে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ২৬/০৪/২০২২ তারিখের টেন্ডার নম্বর TE-007/SAL/PUR/2022-23 সংক্রান্ত নথির ঘাটতি সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ।

রেফারেন্সঃ (i) আপনার টেকনিক্যাল বিড রেফারেন্স নম্বর Nil, Dated: 26/05/2022 – এই রেফারেন্সটিতে আপনার টেকনিক্যাল অফারের সঙ্গে জমা দেওয়া বিড/ডকুমেন্ট সম্পর্কে উপরের রেফারেন্স রয়েছে।

দরপত্র/নথিপত্র যাচাই-বাছাই/প্রাথমিক মূল্যায়নের সময় দেখা যায়, দরপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কিছু বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়া হয়নি।স্বল্প মেয়াদী নথি/তথ্যের একটি তালিকা নিম্নরূপঃ

১. ইএসআইসি এবং পিএফ নিবন্ধীকরণ শংসাপত্রের যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং স্ট্যাম্পযুক্ত কপি জমা দিতে হবে।

২. পরিশিষ্ট-২-এর ১৫ নম্বর পয়েন্টের বিস্তারিত বিবরণ – হাসপাতালের সারাংশ

৩. জিআইটি-র ২০. ১ নম্বর ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারীকে সংস্থার পক্ষে অঙ্গীকার করার অধিকার প্রদানকারী নথির একটি সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

৪. অর্থবর্ষের আর্থিক বিবরণীর সিএ সার্টিফাইড কপি:২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য স্বপ্রত্যয়নপত্র এবং স্ট্যাম্প জমা দিতে হবে।

৫. পরিশিষ্ট-বি (গোপনীয়এবং বিবৃতি) যথাযথভাবে পূরণ করে সীলমোহর দিয়ে পুনরায় জমা দিতে হবে।

বিআরবিএনএমপিএল, শালবনি প্ল্যান্ট হসপিটালে নিয়োজিত এমডি চিকিৎসকদের (নাম, যোগ্যতা শংসাপত্র, অভিজ্ঞতা শংসাপত্র) বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৭. টেন্ডারারদের পক্ষে সহায়ক নথিগুলি অবশ্যই একই ভবনে কমপক্ষে ১০০ শয্যার একটি হাসপাতাল পরিচালনা করতে হবে বা তার পরিশিষ্টের মধ্যে থাকতে হবে।

৮. সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত ক্রয়/পরিষেবা আদেশের ডকুমেন্টারি প্রুফ বা টেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিপরীতে গ্রাহকদের দ্বারা ইস্যু করা শংসাপত্র।

মেসার্স গ্রিন ভিউ ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেড, হাওড়ার ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষের অডিট করা আর্থিক বিবরণী জমা দিতে হবে

১০. আপনি মেসার্স সৃষ্টি-এর নামে ‘প্যান’ এবং ‘জিএসটি’ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জমা দিয়েছেন।মেসার্স গ্রিন ভিউ ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেড, হাওড়া এর নামে প্যান ও জিএসটি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দিন।

১১. ১০০ শয্যার হাসপাতাল, অগ্নি নির্বাপণ লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, ক্যান্টিন ফেসিলিটি এবং মাল্টি-স্পেশালিটি ফেসিলিটি হসপিটাল চালানোর জন্য বৈধ ডকুমেন্টারি প্রমাণ, আইসিইউ, এইচডিইউ সহ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইত্যাদি দেওয়া হবে।

১২. উপরোক্ত সমস্ত নথিপত্র নিলামকারী সংস্থার অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর কাউন্টার স্বাক্ষরসহ জমা দিতে হবে।

১৩. যুক্তিতর্ক চলাকালীন এটি বিতর্কিত হয় নি যে উপরোক্ত ই-মেইল দ্বারা জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলি এনআইটির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ছিল।

১৪. নিঃসন্দেহে উপরের ই-মেইলটি নিলামকারী গ্রহণ করেছিল কিন্তু রিট আবেদনে একটি আবেদন গৃহীত হয়েছিল যে, প্রতিবাদী ই-মেইলটি সম্পূর্ণভাবে নিলামকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।ই-মেল-এ ২৭ নম্বর ধারার উল্লেখ নেই, এমনকি ই-মেল-এ যে ঘাটতি বা দুর্বলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কোনও নথি থেকে জানা যায়নি যে এটি একটি ছোটখাটো দুর্বলতার ঘটনা।২৭ নং ধারাটি আকর্ষণ করার সময় মহামান্য একক বিচারক এই বিষয়ে ১ থেকে ৩ নং প্রতিবাদীর পক্ষে কোনও স্পষ্ট রায় রেকর্ড করেননি।৬ ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাপনী তারিখের আগেই সম্পূর্ণ দরপত্র জমা দিতে হবে এবং ব্যর্থতার ফল ভোগ করতে হবে।১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, দরপত্র খোলার পর প্রাক-যোগ্য তা এবং শর্তাবলী পূরণ করার জন্য ই-মেল মারফৎ সম্পূর্ণ নথি পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছেউল্লেখ করা যেতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথিপত্র জমা না দেওয়ার দরুণ প্রতিবাদীর কারিগরি দরপত্র বাতিল করা হয়। এরপর, ২৯ জুলাই ২০২২ তারিখে আর্থিক দরপত্রও খোলা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও আবেদনকারীর কৌঁসুলি ১৯ নম্বর ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এবং তা মহামান্য একক বিচারক দ্বারা নোট করা হয়েছে, কিন্তু এটি বিরোধিত আদেশে নিষ্পত্তি করা হয়নি।

১৫. এটি ছাড়াও, অবিতর্কিতভাবে রিট দরখাস্তটি শুনানির পর প্রথম দিনেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিরোধীদের হলফনামা দাখিল করে নিজেদের অবস্থান জানানোর কোনও সুযোগই আবেদনকারীদের দেওয়া হয়নি।আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিবাদী নং ৭, গ্রিন ভিউ ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে দরপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে গ্রিন ভিউ রিট প্রতিবাদী ছিল না, তবে রিট পিটিশনটি ১ থেকে ৩ নং উত্তরদাতার অনুরোধে করা হয়েছিল, যারা গ্রিন ভিউ পরিচালনা করছিল বলে বলা হয়েছিল।

১৬. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০০১) ২ এস সি সি ৪৫১ মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত পোষণ করেছে যে নিলামের নথিতে অবহেলামূলক ভুলগুলি সাম্যের ভিত্তিতে সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না যেখানে তথ্য ইঙ্গিত করে যে (১) দরপত্র দাখিলের আগে ত্রুটি সংশোধন করা দরদাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল না, (২) তিনি সতর্ক ছিলেন না, এবং (৩) তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশোধন করার চেষ্টা করেননি।এই পরিস্থিতিতে দরপত্র আহ্বানের পর নিলামের নথিপত্র সংশোধন করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আরও বলা হয়েছে, দরপত্র প্রক্রিয়ার নিয়মাবলীর আওতায় দরপত্র সংক্রান্ত নথিতে ত্রুটি সংশোধনের বিষয়টি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আওতায় পড়ে না।বর্তমান পরিস্থিতিতে ই-মেল মারফৎ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়নি।

১৭. সোরাথ বিল্ডার্স বনাম শ্রীজিকরুপা বিল্ডকন লিমিটেড এবং অন্যান্য মামলায় (২০০৯) ১১ এসসিসি ৯ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে দরপত্রের শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে

চলতে হবে।সেই ক্ষেত্রে, সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদী প্রাক-যোগ্যতার নথি পেয়েছিলেন, তাই মহামান্য আদালত এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে টেন্ডার না খোলার সিদ্ধান্তে উক্ত প্রতিবাদী ন্যায়সঙ্গত ছিলেন।

বর্তমান ক্ষেত্রেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাক-যোগ্যতা সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়া হয়নি।

১৮. রামানা দয়ারাম শেট্টি বনাম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (১৯৭৯) ৩ এস সি সি ৪৮৯-এ প্রকাশিত মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ১০ অনুচ্ছেদের উপর রিট আবেদনকারীদের কৌঁসুলি নির্ভর করেছেন।এই প্রস্তাবের সাথে কোন বিরোধ নেই যে একটি কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই মানদণ্ডের সাথে কঠোরভাবে ধারণ করতে হবে যার দ্বারা এটি তার কর্মের বিচার করার দাবি করে এবং সেগুলি লঙ্ঘন করে একটি আইনের অবৈধ হওয়ার যন্ত্রণার জন্য তাকে অবশ্যই সেই মানগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।কিন্তু বর্তমান মামলায়, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এমন কোনও লঙ্ঘন পাওয়া যায়নি।

১৯. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিবাদী দরদাতার প্রযুক্তিগত দরপত্র বাতিল করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেননি।এই মামলাটি সংবিধানের ২২৬ নম্বর ধারার আওতায় এক্তিয়ার ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত নয় এবং আবেদনকারীর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করারও উপযুক্ত নয়।সুতরাং, আমরা মহামান্য একক বিচারপতির রায়কে সমর্থন করতে পারিছি না।সুতরাং, আপিল মঞ্জুর করা হল এবং মহামান্য একক বিচারপতির রায় বাতিল করা হল।

(প্রকাশ শ্রীবাস্তব) প্রধান বিচারপতি
(রাজর্ষি ভরদ্বাজ) বিচারপতি
কোলকাতা ১০. ১১. ২০২২

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.